শ্রী সুবোধ চক্রবর্তী,

চেয়ারম্যান,নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি এবং সংঘের সবথেকে পুরানো সদস্যদের একজন।

ক্লাবের ইতিহাস

স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই ওপার বাংলা থেকে বিতাড়িত, বাস্তু-বিচ্যুত বহু মানুষ বাঁচার তাগিদে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে এ অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। সেই সময়কার কিছু চিন্তাশীল উদ্যোগী মানুষ রাস্তাঘাট বসতবাড়ির সাথে সাথে এলাকার খেলাধূলা সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে যে সংগঠন তৈরী করেছিলেন তার নাম ভারতী মিলন সংঘ।

তাই, ভারতী মিলন সংঘের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলতে হলে বলতে হবে তাদের কথা যারা এই খলিসাকোটা পল্লীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্বর্গীয় শ্রী কামাক্ষ্যা চরণ গাঙ্গুলীর বাড়িতে, এখন যেটা স্বর্গীয় শ্রী তিনু গাঙ্গুলীর বাড়ি। সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত শ্রী সুনীল রঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রী কানাই লাল ঘটক, শ্রী রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শ্রী নারায়ণ গাঙ্গুলী, শ্রী নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রী গণেশ চক্রবর্তী, শ্রী অসিত চক্রবর্তী প্রমুখ আরও অনেকে।

বড়দের কাছ থেকে শোনা, আজ যেখানে সংঘের গৃহ হয়েছে সে জায়গাটা ছিল একেবারে নিচু জলা জমি। মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছোট একটি ডোবা ছিল। সেখান থেকে মাটি নিয়ে আজকের জায়গা তৈরী হয়েছিল। তারপরে টিনের চাল দিয়ে কাঁচা ঘর হয়েছিল, শুরু হয়েছিল নানা রকম খেলা,গ্রন্থাগার,বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। সেই সময় এলাকার সমস্ত জনগণ এই সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিল। মাঝখানে কয়েকটা বছর সমস্ত কিছুই বন্ধ হতে বসেছিল। কিন্তু আজকের বাংলাদেশ থেকে আগত শ্রী সুদর্শন রায় (বর্তমানে স্বর্গীয়) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আবার সব কিছু নতুন করে শুরু হয়। শুরু হয়েছিল গ্রন্থাগারের উন্নতি।

এ প্রসঙ্গে আর কয়েকটা কথা বলা জরুরী। আমাদের এই পল্লীর প্রতিষ্ঠাতারা এই অঞ্চলের জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য খেলার মাঠ, পোষ্ট অফিস ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময় শিক্ষা, খেলাধূলা, গ্রন্থাগার, পোষ্ট অফিসের সুবিধায় খলিসাকোটা পল্লীর নাম প্রথম সারিতে ছিল।

সংক্ষেপে একটা কথা বলা যায় যে, সংঘ ও গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ কার্যাবলীয় বিবরণ স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্মৃতি মন্থন করে সকল কার্য বিবরণ উপস্থাপিত হলে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। আর এই প্রজন্মের কাছে সংঘের ও গ্রন্থাগারের ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস কতকটা

বিশ্বাসযোগ্য সেই বিষয়ও সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি সরকার দ্বারা পরিচালিত একটি সংস্থা।

তারপর কালের প্রবাহের সাথে সাথে একজনকে দেখে অন্যজন এবং তারপরে অন্য বহু মানুষ দায়িত্ব সহকারে এই ক্লাব পরিচালনা করে গেছেন। কিন্তু কেউই নীতি-আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

আমাদের ফুটবল কোচিং ক্যাম্প ১৯৭৫ সন থেকে ধারাবাহিক ভাবে চলছে। মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার নতুনভাবে কোচিং শুরু হয়েছে। আমাদের কোচিং ক্যাম্পে পুরানোদিনের অনেক দিকপাল খেলোয়াড় আমাদের কোচিং দিয়েছেন যথা শ্রী শঙ্কর সরকার, শ্রী শম্ভু দাস চৌধুরী, শ্রী শম্ভু মৈত্র, শ্রী নন্দ দাস, শ্রী দিলীপ পালিত এবং শ্রী প্রসূন ব্যানার্জী মহাশয় কিছুদিন প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে শ্রী মৃত্যুঞ্জয় হাজরা, শ্রী গৌতম সাহা, শ্রী কেশব বিশ্বাস, শ্রী সুখদেব সরকার, শ্রী শুভঙ্কর সেনগুপ্ত এবং শ্রী পার্থ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবোধনে প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। প্রশিক্ষণ শিবিরে বর্তমানে প্রায় ৯৫ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণরত আছেন।

আমরা ছোট মেয়েদেরও ফুটবল প্রশিক্ষণ শুরু করেছি। আমাদের সংঘ দেশের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে যেমন কালিম্পং, সিকিম, ফলাকাটা, ময়নাগুড়ি, বেলডাঙা, বহরমপুর, চন্দ্রকোনা প্রভৃতি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।